গোশত আহার, অন্যকে হাদিয়া ও সদকা করা জায়েজ। তবে কতটুকু আহার করবে, কতটুকু হাদিয়া দিবে বা কতটুকু সদকা করবে সে ব্যাপারে আলেমদের বিভিন্ন মত আছে। উত্তম হলো— এক তৃতীয়াংশ আহার, এক তৃতীয়াংশ বন্ধু-বান্ধবদের হাদিয়া দেয়া এবং এক তৃতীয়াংশ সদকা করা। কুরবানির গোশত আহার বা সংরক্ষণ দুটোই করা যায়। তবে দুর্ভিক্ষের সময় সংরক্ষণ অবৈধ। কুরবানির পশুর গোশত-চামড়া বা অন্য কিছু বিক্রি নাজায়েজ। কসাইকে পারিশ্রমিক হিসেবে কুরবানির পশুর কোনো অংশ দেয়াও জায়েজ নয়, কেননা এটা বিক্রয়ের মতো।

নিষিদ্ধ কাজ: কুরবানির নিয়তকারী ব্যক্তির জন্য যুল-হিজ্জার শুরু থেকে কুরবানির আগ পর্যন্ত চুল-নখ-চামড়া ইত্যাদি কাটা হারাম। মাস শুরুর পর কুরবানির নিয়ত করলে যখন থেকে নিয়ত করবে তখন থেকে এগুলো কাটবে না। ইচ্ছাকৃতভাবে কেটে ফেললে তাওবা করতে হবে; তবে কাফফারা নাই। আর অনিচ্ছাকৃত বা না জানার কারণে কাটলে কোনো গুনা হবে না। কাটা জরুরি হলে কাটতে পারবে, সমস্যা নাই। যেমন নখ ভেঙে

কষ্ট হলে তা কেটে ফেলতে পারবে। এমনিভাবে চিকিৎসার জন্য চুল কাটার প্রয়োজন হলেও কাটতে পারবে। এই নিষেধাজ্ঞার কারণ— কুরবানিদাতা যেহেতু কুরবানির মাধ্যমে হাজিদের সাথে আমলে শরিক হয়েছে, এখন চুল-নখ ইত্যাদি কাটা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে এহরামের কিছু বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে হাজিদের সাদৃশ্য গ্রহণ করবে।

পশু সংশ্লিষ্ট মাসআলা: কুরবানির পশুর সম্পর্কিত নির্দিষ্ট কিছু মাসআলা আছে। বিক্রি-দান, উপহার বা বন্ধকের মাধ্যমে কুরবানির নিষ্পত্তি করা বা পশুর উপর আরোহন বা চাষাবাদে ব্যবহার নাজায়েজ। পশুর পশম কাটাও জায়েজ নয়, তবে পশুর উপকারের জন্য হলে ভিন্ন কথা। কুরবানিদাতা কুরবানির আগেই মৃত্যুবরণ করলে ওয়ারিশদের জন্য উক্ত পশু কুরবানি করা আবশ্যক।

আল্লাহ, আপনি ধনীদের কুরবানি কবুল করুন ও দরিদ্রদের স্বচ্ছলতা দান করুন। সালাত ও সালাম আমাদের নবি মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার ও সাহাবাদের প্রতি।

পরিচয়: উদহিয়্যা বা দহিয়্যা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইদুল আদহার দিন কিছু শর্ত মেনে চতুষ্পদ জন্তু জবেহ করা। কুরবানি কুরআন, সুন্না ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। [আল-মুগনি, ইবনে কুদামাহ]

হুকুম: অধিকাংশ ফকিহদের মতে কুরবানি সুন্নতে মুয়াক্কাদা; এটি শাফেয়ি, আহমাদ ও মালেক رَحِمَهُمَاللهُ-এর মাজহাব। এবং ইবনে হাজম আল-জহিরি ও মালেকের প্রসিদ্ধ মত। আর আবু হানিফা, লাইস, আওজায়ি ও মালেক رَحِمَهُمَاللهُ-এর অপর মত— সামর্থ্যবানের জন্য কুরবানি ওয়াজিব। যা শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার পছন্দ।

জমহুরের মতই দলিল অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য —সামর্থ্যবানদের জন্য কুরবানি করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা— আল্লাহই ভালো জানেন।

শর্তসমূহ: কুরবানির মৌলিক শর্ত চারটি—

১. গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু কুরবানি করা: যেমন উট, গরু, মেষ (ভেড়া, দুম্বা, ছাগল)।

২. নির্দিষ্ট বয়সের পশু: উটের পাঁচ, গরুর দুই ও মেষের এক বছর পূর্ণ হওয়া। তবে ছয় মাসের বেশি বয়সী ভেড়া-দুম্বা দ্বারা

কুরবানি হবে, যদি তা হৃষ্টপুষ্ট হয়। ছাগলের এক বছর হওয়া আবশ্যক। কাজেই, পাঁচ বছরের কমে উট, দুই বছরের কমে গরু ও এক বছরের কম বয়সি মেষ দ্বারা কুরবানি হবে না।

৩. শারীরিক ত্রুটিমুক্ত: রসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ বলেন, “চার প্রকার পশু কুরবানি করা বৈধ নয়, অন্ধ যার অন্ধত্ব পরিষ্কার; রুগ্ন যার রুগ্নতা প্রকট; খোঁড়া যার পঙ্গুত্ব সন্দেহাতীত ও বয়ঃবৃদ্ধ দুর্বল মেদহীন।” [সহিহ, আবু দাউদ ও অন্যান্য] যেসব কারণে কুরবানি মাকরূহ হয়— কান-নাক-লেজ কাটা বা কিছু দাঁত না থাকা।

৪. পশুর মালিকের পক্ষ থেকে কুরবানির অনুমতি থাকা: অমালিকানাধীন পশু দ্বারা কুরবানি হবে না। যেমন ছিনতাই-চুরি-কৃত বা অন্যায়ভাবে আত্মসাৎকৃত পশু। কেননা, আল্লাহ পবিত্র এবং তিনি পবিত্র জিনিস গ্রহণ করেন। অন্যায় করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন সম্ভব নয়।

মুস্তাহাব: স্বাস্থ্যবান, হৃষ্টপুষ্ট ও দেখতে সুন্দর পশু পছন্দ করা মুস্তাহাব। আবু উমামা ইবনে সাহল رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তিনি

বলেন, “মদিনায় আমরা মোটাতাজা পশু কুরবানি করতাম ও অন্যান্য মুসলিমরাও।” [বুখারি] অধিকাংশ ফকিহ বলেন, সর্বোত্তম কুরবানি— উট পরে গরু, ভেড়া তারপরে ছাগল। মালেকি আলেমগণ গোশতের স্বাদের বিবেচনায় বলেন, সর্বোত্তম— ভেড়া বা ছাগলের পর গরু তারপর উট। ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, মাদি পশুর চেয়ে মর্দ পশু কুরবানি করা উত্তম।

একাধিক অংশীদারে কুরবানি: কুরবানি দাতা, তার পরিবার ও যে মুসলিমদের নিয়তে কুরবানি করবে তাদের সবার জন্য একটি মেষ যথেষ্ট। অথবা উট বা গরুর এক সপ্তমাংশ (১/৭) তাদের জন্য যথেষ্ট হবে অর্থাৎ একটি উট বা গরুতে সাতজন শরিক হতে পারবে। যাদের প্রত্যেকেই নিজের ও পরিবারের পক্ষ থেকে কুরবানি করবে।

সময়: আলেমগণ একমত যে, ইদের দিন সালাতের আগে কুরবানির পশু জবাই করা নাজায়েজ। আর সালাতের পর থেকে আইয়ামে তাশরিকের দিন পর্যন্ত কুরবানি বৈধ।

গোশত বন্টন ও উপকৃত হওয়া: কুরবানিদাতার জন্য কুরবানির